এক নজরে বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

১৮২৯ সালে ঢাকা বিভাগ গঠিত হয় এবং ১৮৬৪ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় এবং তা ১৯৬০ সালে এটিকে টাউন কমিটিতে রূপান্তর করা হয়। ১৯৭২ সালে টাউন কমিটি বিলুপ্ত করে পৌরসভায় রূপান্তর করা হয় এবং ১৯৮৩ সালে একে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়। ১৯৯০ সালে ঢাকা শহরকে সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তর করা হয় (তথ্যসূত্রঃ বাংলাপিডিয়া)।

ঢাকা বিভাগ বাংলাদেশ এর আটটি প্রশাসনিক বিভাগের অন্যতম। এটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত। । রংপুর বিভাগ ব্যতিত অন্যান্য সকল বিভাগের সাথে ঢাকা বিভাগের সীমানা রয়েছে। এর উত্তরে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ, দক্ষিণে বরিশাল বিভাগ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগ, উত্তর-পূর্বে সিলেট বিভাগ, পশ্চিমে রাজশাহী বিভাগ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে খুলনা বিভাগ ।

গবাদি পশু-পাখির পরিসংখ্যানগত দিক থেকে ঢাকা বিভাগ সমৃদ্ধ। ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান মানুষের প্রাণিজ উৎস হতে প্রোটিন চাহিদা নিশ্চিত করতে বিগত দশক হতে ঢাকাসহ এর আশেপাশের জেলাগুলোতে উন্নতজাতের গবাদিপশু-পাখি লালন-পালন শুরু করে। বর্তমানে অনেক বেকার যুবক ও যুব মহিলা এ শিল্পে নিয়োজিত আছে। সে কারনে বিগত এক দশকে প্রাণিসম্পদের Key Performance Indications হিসেবে দুধ, মাংশ, ডিমের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের মোট (২, ৬২, ০৮,০০০) গরু ও মহিষের মধ্যে ১৩.৬%(৩৫, ৫৮,০০০) রয়েছে ঢাকা বিভাগে। অত্র বিভাগের ১৩টি জেলার মধ্যে সর্বাধিক গরু রয়েছে টাংগাইল জেলাতে (১৯.০৫%)। মানিকগঞ্জ জেলা দ্বিতীয় (১৩.৬০%) ও কিশোরগঞ্জ জেলা তৃতীয় (৯.৫৫%) অবস্থানে রয়েছে। অত্র বিভাগের মহিষের সংখ্যাগত দিক থেকে ফরিদপুর জেলা (২৯,০০০,২৩.২০%) প্রথম অবস্থানে, গাজীপুর জেলা দ্বিতীয় অবস্থানে ঢাকা জেলা (২৮,০০০, ২২.৪০%) এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে টাংগাইল জেলা (১৮,০০০, ১৪.৮০%)। দেশের সর্বমোট (৩, ০৫, ২৬, ৩০০) ছাগল ও ভেড়ার মধ্যে ৯ %(২৬, ৮৮, ০০০) রয়েছে ঢাকা বিভাগে। অত্র বিভাগের ১৩টি জেলার মধ্যে সর্বাধিক ছাগল রয়েছে টাংগাইল জেলাতে (১৭.৬০%)।গাজীপুর জেলা দ্বিতীয় (১১.৫৪%) এবং রাজবাড়ী জেলা তৃতীয় (১১.৪৯%) অবস্থানে রয়েছে। অত্র বিভাগের সর্বাধিক ভেড়া রয়েছে টাংগাইল জেলাতে (১৮০,০০০, ৩০.৪৬%) এবং মানিকগঞ্জ জেলা (১,১৩,০০০, ১৯.১২%) দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। দেশের সর্বমোট (৩৭, ৫৬, ৪, ৫০০) হাঁস-মুরগির মধ্যে মধ্যে ১৫%(৫৭,৬৬,৭০০০) রয়েছে ঢাকা বিভাগে। অত্র বিভাগের ১৩টি জেলার মধ্যে সর্বাধিক মুরগি/পোল্ট্রি রয়েছে টাংগাইল জেলায় (১৬.৮৮%)। কিশোরগঞ্জ জেলা রয়েছে দ্বিতীয় (১১.০৭%) ও গাজীপুর জেলা তৃতীয় (১০.৪৮%) অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে অত্র বিভাগের সর্বাধিক হাঁস রয়েছে টাংগাইল জেলাতে (১৫.১৯%, ১১,৯৭,০০০) এবং শরিয়তপুর জেলা (১৩.৯৩%, ১,০৯,৮০০০) দ্বিতীয় এবং কিশোরগঞ্জ জেলা (১৩.৬৮%, ১,০৭,৮০০০) তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

ঢাকা ১৩টি জেলাতে তিনটি ক্যাটাগরীতে (২-৫টি, ৬-৯টি এবং ১০-২০টি/ তদুর্দ্ধ গাভী) সর্বমোট খামারের সংখ্যা ২,৩২,১৫৩। জেলাসমূহের মধ্যে সব ক্যাটাগরীর সর্বাধিক সংখ্যক গাভীর খামার রয়েছে গাজীপুর জেলাতে (৬৪৮৯৪) এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে টাঙ্গাইল জেলা (৩২৩০৭) এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে মুন্সিগঞ্জ জেলা(২৪৪৪১)। লেয়ার খামরের সংখ্যাগত দিক বিবেচনায় বেশী সংখ্যক (সব ক্যাগাগরীর) খামার রয়েছে গাজীপুর জেলাতে (২২৪৯)। কিশোরগঞ্জ জেলা (১১৩৪)রয়েছে দ্বিতীয় এবং নারায়নগঞ্জ জেলা (৮৪৮) রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে। ব্রয়লার খামরের সংখ্যাগত দিক বিবেচনায় বেশী সংখ্যক খামার রয়েছে গাজীপুর জেলাতে(৯৪২৫)। নরসিংদি জেলা (৪২২৯) দ্বিতীয় এবং কিশোরগঞ্জ জেলা (২৫১৯)রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। ঢাকা বিভাগে অধিক সংখ্যক সোনালী মুরগির খামার রয়েছে গাজীপুর জেলায় (৫৪৩৪) এবং ২য় ও তয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রেমে টাঙ্গাইল (২৪৭৬) ও নরসিংদি জেলা (২৩২১) । ঢাকা বিভাগে অধিক সংখ্যক হাঁসের খামার রয়েছে গাজীপুর জেলায় (১০৫৯) এবং ২য় ও তয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রেমে কিশোরগঞ্জ (৮৭৯) ও গোপালগঞ্জ (৬৭৬)জেলা।

বিগত এক দশকে সরকারের নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহন করার ফলে পশু-পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার, গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি দক্ষতা উন্নয়ন, প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন, পশু-পাখির রোগ সনাক্তকরণে সাভিলেন্স জোরদারকরণ, প্রাণিজাত দ্রব্যের ভেল্যুচেইন বাজার ব্যবস্থাপণা নিশ্চিতকরতে কাজ করে যাছে। দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরতে বর্তমান সরকারের নানা ধরনের পদক্ষেপ যেমন জাত উন্নোয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করাসহ দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তুলতে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান জনগণের দুধ ও মাংসের

চাহিদা মেটাতে ঢাকা আশে পাশে অনেক খামার গড়ে ওঠেছে। ছোট-বড় সব মিলিয়ে এ বিভাগে সর্বমোট গাভীর খামারের সংখ্যা ২৩২১৫৩টি। গত ২০১২-২০১৩ অথ বছরে এ বিভাগে দুধ উৎপাদন ছিল ১৯.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২১-২২ অথ বছরে বৃদ্ধি দেড় গুণের অধিক বৃদ্ধি পেয়ে ৩১.০২ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে জনপ্রতি দুধের প্রাপ্যতা ১৯২ মি. লি./ দৈনিক উন্নিত হয়েছে। সরকারের নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহনের কারনে প্রোল্ট্রি সেক্টরের ক্রমাগত বিনিয়োগের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে গবাদিপশুর বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে দেশীয় উৎপাদিত গবাদিপশুর মাধ্যমে গরুর মাংসের চাহিদা মেটাতে হৃষ্টপুষ্টকরণ খামারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলারা এ পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংস্বপূর্নতা অজন করেছে। গত এক দশকে এ বিভাগে মাংস উৎপাদন ১.২ গুনের অধিক বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২২.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। এবং জনপ্রতি মাংসের প্রাপ্যতা ১৯২ গ্রাম/দৈনিক এ দাঁড়িয়েছে ।পোল্ট্রি সেক্টরের ক্রমাগত বিনিয়োগের কারণে এ সেক্টরে প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। উন্নত জাতের প্যারেন্ট ও গ্রান্ট প্যারেন্ট স্টক জাতের খামার স্থাপন এবং বাণিজ্যিক খামার সম্প্রসারণ এবং মানসম্মত পোল্ট্রি ফিড উৎপাদনের ফলে বাংলাদেশ ডিম উৎপাদনে স্বয়ংস্বপূনতা অর্জন করেছে। গত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এ বিভাগে ডিম উৎপাদন ছিল ২৪২.৮১ কোটি যা ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রায় আড়াইগুন বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭৩.৫১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাৎসরিক ডিমের প্রাপ্যতা দাড়িয়েছে ১৩০টি/ জনপ্রতি।

বিগত বছরগুলোতে কোরবানির চাহিদা দেশে উৎপাদিত গবাদিপশু দ্বারা শতভাগ পুরণ হতো না। সে কারনে উক্ত চাহিদা মেটাতে পাশের দেশ হতে আমদানি করা হতো। বিগত ৫ বছর ধরে দেশে উৎপাদিত গবাদিপশু দ্বারা উক্ত চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে খামারীরা যেমন লাভবান হচ্ছেন এবং জনগন এ শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করছেন।